রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ৩০, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/৩০ নভেম্বর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.৩০৫—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শহীদ শেখ আবু নাসেরের সহধর্মিণী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচী শেখ রিজিয়া নাসের ডলি গত ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

২। শেখ রিজিয়া নাসেরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭/২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ২৩ নভেম্বর ২০২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শহীদ শেখ আবু নাসেরের সহধর্মিণী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচী শেখ রিজিয়া নাসের ডলি গত ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

শেখ রিজিয়া নাসের ডলি পাবনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা শহীদ শেখ আবু নাসেরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। উল্লেখ্য তাঁর স্বামী শেখ আবু নাসের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নয় নম্বর সেক্টরে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মহীয়সী নারী শেখ রিজিয়া নাসের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনসংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান আর্মি শেখ আবু নাসেরের টুঙ্গিপাড়ার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ঐ সময় সন্তানদের নিয়ে ঢেঁকিঘরে আশ্রয়-নেন শেখ রিজিয়া নাসের। রাজাকাররা তা জানতে পেরে ঢেঁকিঘরটিও পুড়িয়ে দেয়। তখন শেখ রিজিয়া নাসের তাঁর সন্তান শেখ রুবেলকে ফিডারে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। রাজাকাররা ফিডারটিও কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে। ঐ সময় কৌশলে তিনি সন্তানদের নিয়ে জীবন বাঁচান। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সময় তাঁর স্বামী শেখ আবু নাসেরও শহীন হন। ঐ সময়ে শেখ রিজিয়া নাসের সন্তানসম্ভবা ছিলেন। পঁচাত্তরের ১৬ আগস্ট টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতাকে দাফন করা হচ্ছে খবর পেয়ে তিনি সন্তানদের নিয়ে লঞ্চে করে খুলনা থেকে টুঙ্গিপাড়ায় যান। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর খুনিচক্র টুঙ্গিপাড়ায় সেই লঞ্চ ঘাটে ভিড়তে দেয়নি। ফলে, এ পরিস্থিতিতে তিনি সন্তানদের নিয়ে খুলনায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। বাড়িতে ফিরে এসে তিনি দেখেন সরকার তাঁর বাড়ি সিলগালা করে দিয়েছে। সেদিন শতচেষ্টা করেও নিজের বাড়িতে ঢুকতে পারেননি তিনি। পরে সন্তানদের নিয়ে পাবনায় গিয়ে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেন। বাবার বাড়িতেও খুনিরা তাকে থাকতে দেয়নি। তাঁর বাবার ওপর নানাভাবে চাপ দিতে থাকে বঙ্গবন্ধুর খুনিচক্র। নির্যাতন নিপীড়নের এক পর্যায়ে সেখান থেকে দাদার বাড়িতে আশ্রয় নেন শেখ রিজিয়া নাসের। কিন্তু সেখানেও বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হন সন্তানদের নিয়ে। তাঁর ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি হতে দেওয়া হয়নি। সে সময় ক্যাডেট কলেজে অধ্যয়নরত তাঁর বড় ছেলে শেখ হেলালকে তুলে আনার জন্য বঙ্গবন্ধুর খুনিচক্রের একটা গ্রুপ হানা দেয়। কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রদের বিশেষ করে ক্যাডেট কলেজের সেই সময়কার প্রিন্সিপালের বাধার মুখে শেখ হেলাল রক্ষা পান। এমনকি তাঁদের পারিবারিক ব্যবসা বন্ধ করে দেয়ার ফলে সন্তানদের নিয়ে নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েন শেখ রিজিয়া নাসের। অবশেষে ১৯৮১ সালে তাঁর বাড়ির সিলগালা খুলে দেওয়া হলে তিনি সন্তানদের নিয়ে সেখানে উঠেন।

তদানীন্তন সরকার-আরোপিত নানাবিধ উৎপীড়ন, বিপন্নতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে শেখ রিজিয়া নাসের শিক্ষা-দীক্ষা ও মানবিকতার আদর্শে তাঁর সন্তানদের গড়ে তুলেন। পারিবারিকভাবে স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শেখ রিজিয়া নাসের ছিলেন পরম শ্রদ্ধাশীল। বঙ্গবন্ধুর জীবনবোধ ও জীবনাচার তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। তিনি বঙ্গবন্ধুর সামাজিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক দর্শন চিত্তনিবিষ্ট করেছেন সন্তানদের মন ও মননে। দেশের মানুষের কল্যাণ ও দেশসেবায় ব্রতী করে তুলেন তাঁদের। জাতীয় সংসদের বাগেরহাট-১ আসনের সংসদ-সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিন ও খুলনা-২ আসনের সংসদ-সদস্য শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল তাঁরই সুযোগ্য দুই পুত্র এবং বাগেরহাট-২ আসনের সংসদ-সদস্য শেখ সারহান নাসের তন্ময় তাঁর পৌত্র, যাঁরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

ব্যক্তিজীবনে শেখ রিজিয়া নাসের ছিলেন অত্যন্ত সহমর্মী, জনদরদী, সংস্কৃতি ও রাজনীতি-সচেতন এক নারী। তাঁর মমতাময়ী মাতৃত্বসুলভ মনন ও আচার-আচরণ ছিল অতুলনীয়। ১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসার পরে তিনি, শেখ হাসিনা এবং তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানাকে মাতৃস্নেহে অভিভাবক হিসাবে আগলে রেখেছিলেন। তিনি সময়-সময় রাজনীতির বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন।

মৃত্যুকালে শেখ রিজিয়া পাঁচ ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি-নাতনী এবং আত্মীয় স্বজনসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। শেখ রিজিয়া নাসেরের মৃত্যুতে দেশ একজন মহীয়সী নারীকে হারাল।

মন্ত্রিসভা শেখ রিজিয়া নাসেরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd